গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর প্রস্তাবিত "দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	০৭/০২/২০২৪
সভার সময়	বেলা: ১১.০০টা
স্থান	সচিব মহোদয়ের কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতপর: তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করলে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) আলোচ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। **উপস্থাপনা:** সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভায় উল্লেখ করেন যে, ফায়ার সার্ভিসের সেবার বাইরে থাকা দেশের রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ১৯ জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি স্থানে নতুন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে "দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা"; তথা দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ও কার্যকর সাড়াদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে হতাহতের সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখার উদ্দেশ্য ২৯৬০১৮.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জুন ২০২৭। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ফায়ার সার্ভিস সেবার বাইরে থাকা ১৩টি জেলার ৫৭টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় ফায়ার সার্ভিস সেবা পৌঁছে যাবে।

০৩। **আলোচনা:** মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর আলোচনায় অংশ নিয়ে উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহের জনবসতি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থা ও দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় স্থাপিতব্য ফায়ার স্টেশনসমূহকে 'বিশেষ শ্রেণি', ০২টি; 'এ' শ্রেণি ১৮টি; 'বি' শ্রেণি ৩৩টি এবং ল্যান্ড কাম রিভার ০৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচন ও ক্যাটাগরি নির্ধারণের যৌক্তিকতা সম্পর্কিত কোন তথ্য এ ডিপিপিতে সন্নিবেশিত আছে কিনা এ সম্পর্কিত সভাপতির জিজ্ঞাসায়, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, ফায়ার স্টেশন স্থাপন নীতিমালা ২০২১ এ বর্ণিত স্টেশন স্থাপন সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণ করে এ ডিপিপিতে ফায়ার

স্টেশনের ক্যাটাগরি ও এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ থেকে এলাকা নির্বাচন ও ক্যাটাগরি নির্ধারণের যৌক্তিকতা বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকগণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

০৪। সভাপতির এক জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, 'এ' 'বি' ও স্থল কাম নদী শ্রেণির স্টেশনের জমির পরিমাণ ১.০০ একর। বিশেষ শ্রেণির স্টেশনের ক্ষেত্রে জমির পরিমান ১.৫০ একর নির্ধারণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। অত্র প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট জমির পরিমাণ ৫৯.০০ একর অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন এর ভৌত অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহোদয় সদয় হয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর একটি স্পেশাল টাইপ ও দুইটি এ টাইপ ফায়ার স্টেশন পরির্দশন করেছেন। পরির্দশনকালে তিনি প্রতিটি ফায়ার স্টেশনের প্রশিক্ষণ টাওয়ারসহ প্রশিক্ষণ এলাকা, প্যারেড গ্রাউন্ড ও জলাধার এর সংস্থান রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

০৫। এ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি সম্পর্কে সভাপতির জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় আরো জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। সভাপতি এর জিজ্ঞাসায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, ২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী এ প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

০৬। এ পর্যায়ে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) স্থাপত্য অধিদপ্তরের কাছে ফায়ার স্টেশনের স্থাপত্য নকশা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা এবং আউটলেটগুলো সঠিকভাবে প্রতিস্থাপনের স্থাপত্য নকশায় প্রতিফলিত হয়েছে কিনা এর জিজ্ঞাসার জবাবে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ফায়ার স্টেশনে স্থাপত্য নকশা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আউটলেটগুলো ভবনের বাইরের অংশে প্রতিস্থাপন করে স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে ০১জন প্রকল্প পরিচালক, ০১ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ০১জন হিসাব রক্ষক, ০১জন অফিস সহকারী, ০২জন ড্রাইভার এবং ০১জন অফিস সহায়ক পদের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, প্রকল্পের পরিকল্পিত জনবল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের জনবল বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

০৭। ৫৭টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ভূমি কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে - এ বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসায় মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ৫৭টি স্টেশনের মধ্যে ১৬টি স্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ৪১টি স্টেশনের স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ৪১টি স্টেশনের ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে ফায়ার স্টেশনের উপযোগী নিষ্কণ্টক জায়গা নির্ধারণের গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভূমি জটিলতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই নিষ্কণ্টক ভূমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিবেচ্য প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে।

০৮। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশব্যাপী একটি কার্যকর ও টেকসই সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা যথাযথ হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রণীত মাস্টার প্লান অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো, শিল্পায়ন, কেমিক্যাল পল্লী, ভুমিকম্প প্রবনতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে যৌক্তিকভাবে স্থান চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা কর্মানুগ হবে। জবাবে মহাপরিচালক, ফায়ার

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে "দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পায়ন, কেমিক্যাল পল্লী, ভূমিকম্প প্রবনতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে এবং কোন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ১০মিনিটের মধ্যে উক্ত দুর্যোগে সাড়াদান নিশ্চিত করা, সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো ও স্থাপনা বিবেচনা করে সাধারণ ফায়ার স্টেশন, বিশেষায়িত ফায়ার স্টেশন, স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন, হাইওয়ে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। অবিলম্বে মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে।

০৯। সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমজাতীয় পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস পুর্নবিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে প্যাকেজের সংখ্যা হ্রাস করার পরামর্শ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সমজাতীয় সরঞ্জামাদির আলোকে প্যাকেজের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ০১টি প্যাকেজের অধীন ০৫টি লটের সংস্থানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১০। ৫৭টি ফায়ার স্টেশনের ডিজাইন প্রস্তুত সম্পর্কে সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে স্থাপত্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর চাহিদা অনুযায়ী টাইপ ডিজাইন স্টেশনসমূহের স্থাপত্য নকশায় কিছু পরিবর্তন এনে নকশায় ফিমেল ব্যারাক ও প্রশিক্ষণ টাওয়ারসহ সেন্ট্রি পোস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সন্নিবেশিত ডিজাইনে প্রশিক্ষণ টাওয়ার মেইন গেইট সংলগ্ন প্রদর্শিত হয়েছে। এটি সংশোধন করে কারিগরি দিক দিয়ে বিবেচ্য উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

১১। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) ভূমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন পত্র ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে;

(গ) প্রতিটি স্টেশনের সাথে অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদির বিদ্যমান সংখ্যা এবং অতিরিক্ত সংযোজিত সংখ্যা ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে;

(ঘ) একটি স্টেশন থেকে অন্য স্টেশরে দুরত্ব ও গুরুত্বসহ দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে;

(ঙ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল হবে 'জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৭' পর্যন্ত;

(চ) দেশকে একটি কার্যকর দুর্যোগ নিরাপত্তা বলয়ে আনায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাদি, শিল্পায়ন (অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেমিক্যাল পল্লী), নগরায়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ভূমিকম্প প্রবণতা বিবেচনা করে এবং যে কোন দুর্যোগে ১০মিনিটের মধ্যে রেসপন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ ফায়ার স্টেশন, বিশেষায়িত ফায়ার স্টেশন, স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন, হাইওয়ে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করবে।

(ছ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিকল্পিত জনবল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে;

(জ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ Exit Plan প্রস্তাবিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঝ) জনসুরক্ষা বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অগ্রধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। যাচাই-বাছাই

সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুততম সময়ে প্রস্তাবিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.২৪.২৪

তারিখ: ২৯ মাঘ ১৪৩০
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৪) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৫) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
৬) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৭) পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
৯) উপসচিব, বাজেট-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১০) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব